''স্বাধীনতা - ৫০'' বছর

দিলীপ বাগচী

''স্বাধীনতার'' সুবর্ণ জয়ন্তী পালিত হয়ে গেল, - এখনও রেশ চলছে, বছরখানেক ধরে চলবে। কেমন স্বাধীনতা, কাদের স্বাধীনতা, কিসের স্বাধীনতা - এরকম কয়েক ডজন অস্বস্তিকর প্রশ্ন না তুলে সাম্প্রতিক কিছু কিছু দৈনিকে প্রকাশিত নানা সংবাদ ও মন্তব্যের একটি কোলাজ তৈরী করার চেষ্টা করা যাক।

* খড়গপুর আই আই টি-র নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ছাত্র বললেন যে 'স্বাধীনতা' ও 'দূনীতি' তাঁর কাছে সমার্থক। সুতরাং এই স্বাধীনতা আনার জন্য যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ না বাড়িয়ে 'কেরিয়ার' গঠনের চেষ্টা করা অনেক বেশী বাস্তবতা সম্মত।

[*'খড়গপুর আই আই টি হিজলী বন্দী নিবাসের একটা অংশ নিয়ে তৈরী ও তার মধ্যে কয়েকটি পুরানো ঘরে সেই সময়ের কিছু স্মারক রাখা আছে - এখানেই পুলিশের গুলিতে সন্তোষ মিত্র, তারকেশ্বর সেন-রা মারা গিয়েছিলেন। এ স্মারক প্রদর্শনী দেখতে কদাচিৎ দু'চার জন আসেন। - উক্ত সংবাদের প্রতিবেদকের সংযোজন।*]

* 'স্বাধীনতা - ৫০'-এ লালকেল্লার ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরাল বলেছেন, দূনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করতে তাঁর সরকার কাউকে রেয়াৎ করবেন না।

* মাননীয় রাষ্ট্রপতি ''স্বাধীনতা - ৫০''-এর প্রাক্কালে দেশবাসীকে দূনীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে উদ্যোগ নিতে বলেন।

* একদা বামফ্রন্ট মন্ত্রী প্রবীণ সি পি এম নেতা বিনয় চৌধুরী বলেছেন, গত পঞ্চাশ বছরে দেশের যে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে, একথাটা না মানা ঠিক নয়।

* পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু মশাই বলেছেন যে দেশের যা কিছু উন্নতি হয়েছে তার ফল ভোগ করছেন দেশের পনের শতাংশ মানুষ, পঁচাশি শতাংশ কিছুই পাননি।

* মেদিনীপুরের স্বাধীনতা সংগ্রামী ক্ষুদিরাম ডাকুয়ার মতে, ''লড়াই করেছিলাম সিংহশাবক তৈরী করতে, পেলাম চোর।''

* তৎকালীন পূর্ববঙ্গাগত জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামীর মতে তাঁরা একটি দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম করে ফলস্বরূপ ত্রিখন্ডিত দেশ পেলেন, নিজের

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

দেশ হয়ে গেল বিদেশ, 'স্বাধীন ভারতে' তাঁদের পরিচয় 'উদ্বাস্তু', 'স্বাধীন পাকিস্তানে' তাঁদের মুসলিম কাউন্টার পার্টদের পরিচয় হল 'মুজাহিদিন' !

* বৃটিশ রাজপুরুষ বলেছেন যে আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রায় একশো কোটি টাকার তহবিলের বিরাট পেটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাতে (১৯৪৮-এ) সমর্পিত হয়। দেখা যাচ্ছে সেই তহবিলের কোনও হিসাব তখন থেকে সরকারী খাতায় নেই !

* অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৪৮ সালের কলকাতা কংগ্রেসে গাওয়া হয় ''আজাদী হয়নি আজো তোর'' - কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন ''ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়''। তাঁদের বিশ্বাস ঠিক ছিল। ১৯৯৭ এ সেই পার্টির ধারাবাহিকতাবাহী সি পি এম দল তাঁদের আসন্ন কলকাতা কংগ্রেসের মুখে ১৫ই আগস্ট সাড়ম্বরে 'স্বাধীনতা - ৫০' পালন করছেন - যদিও নিজেদের দলীয় অফিস ভবনে জাতীয় পতাকা তোলেন নি।

[*শরৎচন্দ্রের টগর বোষ্টমীর জাত রক্ষার প্রয়াস স্মরণীয় - সংকলক*]

তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী আজো তাঁরা ঠিক। কারণ পরিবর্তিত পরিস্থিতি ! তাঁরা এখন সমাজ গণতন্ত্রীদের চেয়েও 'উপরে' উঠে বহুজাতিক নিয়ন্ত্রিত সর্ববিষয়ে কিশ্বায়নে বিশ্বাসী ভারতীয় গণতন্ত্রের 'পবিত্রতা' রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ !

* কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে ছাত্র পরিষদের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ভর্তির ফর্ম বিলি (বিক্রী ?) নিয়ে প্রবল সংঘর্ষ। শান্তিপুর কলেজে এস এফ আই-এর হাতে ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক বিশিষ্ট অধ্যাপক সালাম সাহেব লাঞ্ছিত, আসবাবপত্র ভাঙচুর - কারণ ভর্তির ফর্ম বিতরণ।

কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে এস এফ আই কর্তৃক ভর্তির ফর্ম বিক্রির টাকার ভাগ দাবী !

* সি পি এম মন্ত্রী গৌতম দেবের বাণীটি এই যে, মার্কসবাদী তত্ত্বকথা বেশি পড়লে ভাল বক্তা হওয়া যায়, কিন্তু সরকারী কাজ করা যায় না [*স্মরণীয় : মাও বলেছিলেন যে বুর্জুয়া শিক্ষায় যে যত বেশি পড়ে, সে তত বেশি মূর্খ হয়*] !

* জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা প্রাপ্ত 'বন্দে মাতরম' গানটি নিয়ে পন্ডিত ভীমসেন যোশী ধ্রুপদী বিকৃতি ঘটিয়েছেন এবং কে একজন এ আর রহমান পপ বাঁদরামী করেছেন, - এবং আরো বড় কথা এ নিয়ে যে দেশে তুমুল

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।

তুলকালাম করা যেত, সেই বাংলাদেশ (প: বঙ্গ:) বলতে গেলে নীরব রইল তো বটেই, উপরন্তু কেউ কেউ ঐ লোকটির সমর্থনে 'যুক্তি' দেখাতে বাজারে নেমে পড়ল ! অবশ্য বহু আগে হিন্দী 'আনন্দমঠ' চলচ্চিত্রে ঐ গানটির উপর বিকৃত সুর আরোপের উদ্বোধক ছিলেন হেমন্ত মুখার্জী !

* ''স্বাধীনতা - ৫০'' উপলক্ষ্যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রদর্শনী থেকে বাংলার সংগ্রামী ভূমিকা ধুয়ে মুছে দেওয়া হয়েছে । বাংলা থেকে তেমন প্রতিবাদ নেই ।

* কয়েকটি রাজনৈতিক প্রবাদ -- ''গরুর গাড়ীতে পাইলট বসালে গরুর গাড়ীটা এরোপ্লেন হয় না, পাইলট গাড়োয়ান হয়ে যায়''; ''বাঁদরের ছাঁচে মাটি পাল্টে দিলেও বাঁদরের মূর্তিই বেরোয়''; ''ইমাম পাল্টে দিলে কোরাণের কথা বদলায় না''; এবং প্রাচীন প্রবাদ ''যে লঙ্কায় যায়, সেই রাবণ হয় ।''

* ''স্বাধীনতা - ৫০'' হল ''হোপ-৮৬''-র মতই এক সাড়ে বত্রিশ ভাজার মজা ।

* বম্বে (থুড়ি মুম্বই)-তে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পুলিশ ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়েছে ।

* বিষয় বুদ্ধিতে অকালপক্ক জনৈক জাতির ভবিষ্যৎ তার বন্ধুকে বলল, ''Sla, don't পেঁয়াজী ! আমি ক্ষুদিরামের মত গাব নই যে বার খেয়ে ফাঁসীতে ঝুলব !''

টেল পিসেস্ :: ''চলছে, চলবে, মঞ্চে তার রোমাঞ্চ বিপ্লব''- কবির নামটা মনে আসছে না ।

''বন্দে কিলাব, জিন্দা মাতরম !'' - পরিবর্তিত পরিস্থিতির সম্ভাব্য স্লোগান ।

''এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'' - নবারুণ ভট্টাচার্য ।

[স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরে প্রকাশিত 'শিগক' পত্রিকার সৌজন্যে]

সৌজন্যে www.milansagar.com

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি, কৃষ্ণনগর-এর তরফে, শংকর সান্যাল ও তাপস চক্রবর্তী সংকলিত ও সম্পাদিত "এক অসাধারণ সাধারণ মানুষ, দিলীপ বাগচী জীবন ও সৃষ্টি" নামক দিলীপ বাগচী স্মারক গ্রন্থ (২০১৩) থেকে নেওয়া।